গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP)
CW-01, CW-04, CW-05, CW-07, CW-10, CW-13, and CW-16

ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এবং রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম
(WeCARE) ফেজ-I:
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

বরাবর:
প্রকল্প পরিচালক
উইকেয়ার ফেজ-১: আরসিএমএমআইআইপি
লেভেল-০৩, আরডিইসি ভবন, এলজিইডি
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

যৌথ উদ্যোগে জমাকারি :

ইএডিএস-ইসিএল-ভিসিপিএল

1. ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) "ওয়েস্টার্ন ইকোনোমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (উইকেয়ার)" বাস্তবায়ন করছে। উক্ত উইকেয়ার প্রোগ্রাম তিন ধাপে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দশ জেলায় যথাক্রমে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও পাবনায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১ম ধাপে যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা, এই চার জেলার জন্য আগামী ৫ বছর এবং ২য় ও ৩য় ধাপে পরবর্তী ৫ বছর সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ও পাবনা জেলায় সময় নির্ধারিত হয়েছে।

উইকেয়ার প্রোগ্রামে ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) কম্পোনেন্ট-২, কম্পোনেন্ট-৩, এবং কম্পোনেন্ট-৪ সহ এই ৩টি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করবে। কম্পোনেন্ট-২; দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রাস্তাসমুহের পরিপূরক লজিস্টিক অবকাঠামো ও পরিষেবা সমুহের উন্নয়ন করা। কম্পোনেন্ট-৩; প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা ও স্থায়ীত্ব (টেকসই উন্নয়ন) সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে। কম্পোনেন্ট-৪ রয়েছে; কোভিড-১৯; এলজিইডি অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থান, নিরপত্তার সরঞ্জামাদি বিতরণ ও গনচেতনতা কার্যক্রম।

2. প্রকল্পের বর্ণনা

উইকেয়ার প্রোগ্রামে এলজিইডি ১ম ধাপে মোট ১৬ টি প্যাকেজে নির্মান কাজ (Construction Work) বাস্তবায়ন করবে। ১৬ টি প্যাকেজের মধ্যে থেকে ৭টি প্যাকেজকে নিয়ে অগ্রাধীকার ভিত্তিতে RAP-1 সাব-গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এই সাব-গ্রুপ, নির্মান কাজ (CW)-১, নির্মান কাজ (CW)-৪, নির্মান কাজ (CW)-৫, নির্মান কাজ (CW)-৭, নির্মান কাজ (CW)-১০, নির্মান কাজ (CW)-১৩, এবং নির্মান কাজ (CW)-১৬ নিয়ে গঠিত হয়েছে। উক্ত ১৬টি প্যাকেজের নির্মান কাজ (CW) এর মধ্যে ৭টি প্যাকেজের জন্য গঠিত RAP-1 এর জন্য কোন জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে না। এই সাব-গ্রুপের আওতায় প্রকল্প এলাকায় মোট ১২ টি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট (জিসিএম) এবং ৩০ টি রাস্তার (১৭৭.৬৯৩ কিঃমিঃ) উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ করা হবে। এই সাব-গ্রুপের পুনর্বাসন পরিকল্পনা উইকেয়ার প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রস্তত করা হয়েছে।

3. প্রকল্পের পুনর্বাসনের প্রভাব

জরিপের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে বাণিজ্যিক প্রাঙ্গণ অর্থনৈতিক ভাবে স্থানান্তরের ফলে মোট ৪৩৭টি বাণিজ্যিক স্কোয়ার্টাস, ১০টি উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন স্থাপনা এবং ৭টি মার্কেট সমিতি অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে, প্রস্তাবিত সড়ক ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে কোন পুনর্বাসন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

শুমারিতে পরিলক্ষিত হয় যে, নির্মাণ-কালীন সময়ে ব্যবসা স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে মোট ৪৮৬টি দোকান ভেঙে ফেলার কারনে দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে ফলে তদনুযায়ী ৪৮৬ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুমারিতে আরও দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন-কালে ৫৮ জন কর্মচারী, ২০১ জন ভাড়াটিয়া এবং ৯৩টি

দুস্থ পরিবার (ভালনারেবল হাউসহোল্ড) ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত হাউসহোল্ডের মধ্যে, ১৬০৯ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা হয়েছে যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু তাদের কাউকেই শারীরিক ভাবে স্থানান্তরিত করা হবে না যতক্ষণ তাদের আবাসিক প্রাঙ্গণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জরিপে পরিলক্ষিত হয় যে, মোট ৯৩ জন দুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ৮৩ জনের আয় দরিদ্র সীমার নীচে (১০,৫০০ টাকা/মাসিক), ৫ জন প্রতিবন্ধী এবং ৫টি মহিলা প্রধান পরিবার রয়েছে।

4. স্থানান্তর এবং জীবিকা পুনঃস্থাপনঃ

এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার প্যাকেজ সমূহের অধীনে রাস্তার কার্যক্রম এবং গ্রোথ সেন্টার মার্কেট আপগ্রেড করার জন্য কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। গ্রোথ সেন্টার মার্কেট নির্মাণের সময় বা পরে কোন দোকান মালিক এবং বিক্রেতাদের স্থায়ী ভাবে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে না। প্রকৃতপক্ষে, গ্রোথ সেন্টার মার্কেট এর নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে নির্বাচিত বিকল্প কোন স্থানে গ্রোথ সেন্টার মার্কেট এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। নির্মাণ-কালীন সময়ে দোকান মালিক এবং বিক্রেতারা তাদের পছন্দ মত বিকল্প কোন স্থানে ব্যবসা স্থানান্তর করবেন। বাজার কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করবে। ক্ষতিগ্রস্তদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য, এলজিইডি পুনর্বাসন ক্ষতিপূরণ এবং একাধিক পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করবে যার মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর ও পুনর্গঠন অনুদান, ব্যবসার ক্ষতি, মজুরি শ্রমিকের ক্ষতি, ভাড়া দেয়া এবং বাণিজ্যিক প্রাঙ্গণের ভাড়া দেয়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষতি, দুঃস্থ পরিবারের জন্য অনুদান এবং দুঃস্থ পরিবারের জন্য বীজ অনুদান। এই প্যাকেজ সমূহের অধীনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিকল্প জায়গায় কোন পুনর্বাসন সুবিধার প্রয়োজন হবে না।

5. খরচ/মূল্য নিরূপণ ও বরাদ্দ:

এ পর্যায়ে, পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচের জন্য একটি আনুমানিক খরচ/বরাদ্দ ধার্য করা করা হয়েছে। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মোট আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হল ৯০,৯৩১,৪৩৪ টাকা। পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামোর নির্দেশনা অনুযায়ী যৌথ তদন্ত কমিটি (জেভিসি) ও সম্পত্তি মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (পিভিএসি) এর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পের বরাদ্দ চূড়ান্ত করা হবে। পরিশেষে, এই বাজেট সম্পত্তি মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (পিভিএসি) দ্বারা প্রস্তাবিত হার/দর অনুসরণ করে চূড়ান্ত করা হবে।